শিশুতোষ চল্লিশ হাদীস

[ব্যাখ্যাসহ চল্লিশটি সহীহ হাদীস]

মূল

ড. মুহাম্মাদ সুলাইমান আল-মুহান্না

শরীয়া আইনজীবী ও সদস্য, সৌদি জুডিশিয়াল সোসাইটি

অনুবাদ

মিজানুর রহমান ফকির

দাওরায়ে হাদীস, মসজিদুল আকবর কমপ্লেক্স, মিরপুর-১, ঢাকা
বিএ (অনার্স), এমএ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

পিএইচ.ডি (আকীদা) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
প্রাক্তন চেয়ারম্যান, আল-ফিকহ অ্যান্ড লিগ্যাল স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

আলোকিত প্রকাশনী

সূচিপত্র

১. অনুবাদকের কথা ৬
২. সম্পাদকের কথা ৯
৩. ভূমিকা ১২
৪. বিশেষ সতর্কতা ১৪
৫. ইসলামের স্তম্ভসমূহের বর্ণনা ১৫
৬. কতিপয় কবীরা গুনাহ ১৮
৭. খাঁটি মুসলিম কে? ২১
৮. মুনাফিকের আলামত ২৩
৯. সালাত ত্যাগ করার ভয়াবহতা ২৬
১০. আল্লাহর নিকট প্রিয় আমল ২৮
১১. গুনাহ মাফের চমৎকার মাধ্যম ৩২
১২. মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বর্ণনার পরিণতি ৩৪
১৩. অহংকার নিষেধ ৩৭
১৪. কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার ফযীলত ৪০
১৫. দুটি পছন্দনীয় কালেমা (শব্দ) ৪২
১৬. তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত ৪৫
১৭. বান্দা কখন আল্লাহর নিকটবর্তী হয় ৪৮

১৮. মুমিনকে লা'নত (অভিসম্পাত) করা.....৫১
১৯. আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার বরকত ও ফযীলত.....৫৪
২০. মুমিনের জন্য দুনিয়াবী বালা-মসিবতের অবস্থা ৫৭
২১. সালামের প্রচার-প্রসার করার গুরুত্ব..... ৬০
২২. লজ্জাস্থানের হিফাযত..... ৬৩
২৩. উপহার গ্রহণে অজুহাত পেশ করা..... ৬৫
২৪. চোগলখোরী নিন্দিত গুনাহ ৬৮
২৫. নেক কাজের সুযোগ..... ৭১
২৬. ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে কাজ করা ৭৩
২৭. অভাবগ্রস্ত ও ঋণ গ্রহীতার সাথে আচরণ.....৭৬
২৮. ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি থেকে বেঁচে থাকুন ৭৯
২৯. মুসলিমের হক বিনষ্টকারীর প্রতি জাহান্নামের হুমকী .. ৮২
৩০. সহজ পন্থা অবলম্বন করুন, কঠিন পন্থা আরোপ করবেন না ৮৫
৩১. নিরাপত্তার ব্যাপারে সাবধান থাকা..... ৮৮
৩২. পাথর ছুঁড়া থেকে বেঁচে থাকুন! ৯০
৩৩. খাদেম বা দাস-দাসীর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ..... ৯৩
৩৪. বসা ও মজলিসের আদব..... ৯৬

৩৫. এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের হক্ব বা অধিকারসমূহ.....৯৯
৩৬. রাস্তার হক্ব বা অধিকারসমূহ ১০৩
৩৭. অসিয়ত করার বৈধতা.....১০৭
৩৮. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করার নিষেধাজ্ঞা.১০৯
৩৯. খানায় দোষ-ত্রুটি ধরো না! ১১২
৪০. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের শারীরিক গঠন ১১৪
৪১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয় ব্যক্তিত্ব ১১৮
৪২. অধিকাংশ সময় পঠিতব্য দো'আ.....১২১
৪৩. এমন আমল যা মৃতব্যক্তির উপকারে আসে..... ১২৪
৪৪. হুসনুল খাতিমা বা উত্তম মৃত্যু..... ১২৭
৪৫. পরিসমাপ্তি ১২৯
৪৬. 'শিশুতোষ চল্লিশ হাদীস' এর পূর্ণাঙ্গ মতন ১৩১

১

ইসলামের স্তম্ভসমূহের বর্ণনা

عَنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

অন্যায়ভাবে হত্যা করা কবীরা গুনাহ। এটি আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ এবং জাহান্নামের আগুনে প্রবেশের অন্যতম একটি কারণ। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء:٩٣]

"আর কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।" [সূরা আন-নিসা: ৯৩]

চার. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া: الزُّورُ শব্দের অর্থ হচ্ছে মিথ্যা। সুতরাং যে ব্যক্তি অন্যদের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে একটি জঘন্য ও অপ্রীতিকর কথা বলে এবং সবচেয়ে বড় পাপ করে।

তাই সকল বিষয়ে সত্যকে অবলম্বন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয। সত্যের একটি সূরত হলো সাক্ষ্য দেয়ার সময় সত্য কথা বলা। অতএব, যখন কাউকে কোনো বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে বলা হয়, তা আদালতে হোক বা অন্য কোথাও, তার উচিত সত্য ও সত্যতার সাথে সাক্ষ্য দেয়া। আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া থেকে বিরত থাকা উচিত, যাতে সে কোনো বড় গুনাহের মধ্যে না পড়ে।

এই তিনটি গুণ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত।

আর মুমিন হলো সে ব্যক্তি, যখন কথা বলে, তখন সত্য কথা বলে এবং মিথ্যা পরিহার করে। আর যখন কাউকে প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ না করে, বরং তা পূরণ করে। আর যখন কোনো ব্যক্তি তার কাছে আমানত রাখে তখন সে আমানত তার কাছে ফেরত দেয় এবং টালমটাল, বিলম্ব ও দ্বিধা করে না।

অনুরূপভাবে, যখন কোনো ব্যক্তি তাকে কোনো সংবাদ বা গোপন সংবাদ জানায় এবং তাকে সেই সংবাদ গোপন রাখতে বলে, তখন তার উচিত তা গোপন রাখা এবং সে সম্পর্কে কাউকে না বলা; কারণ গোপনীয়তা প্রকাশ করা বিশ্বাসঘাতকতা। আল্লাহ আমাদেরকে এ থেকে রক্ষা করুন।

তার প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা। আর সালাতের প্রথম ওয়াক্তে আদায় করার মধ্যে তাড়াতাড়ি করা সালাতের প্রতি আকাঙ্ক্ষা ও ভালোবাসার লক্ষণ। আর যে আল্লাহর আনুগত্য পছন্দ করে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন।

মুসলিম নর-নারীদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে, সালাতের ব্যাপারে খুব সতর্ক হওয়া। পুরুষদের উচিৎ মসজিদে মুসলিমদের জামা'আতের সাথে এবং নারীদের উচিত গৃহে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা।

আমি এখানে এটাও উল্লেখ করতে চাই যে, প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য সালাতের সময় জানা জরুরী। কারণ সালাতের সময়ের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সালাত ছেড়ে দেয় যে, তার ওয়াক্ত চলে যাওয়া পর্যন্ত তা আদায় করেনি, তাহলে সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় গুনাহগার এবং সবচেয়ে বড় কবীরা গুনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে।

অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই হাদীসে আরেকটি নেক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন,

যা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুবই পছন্দনীয়। আর সেটি হলো পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণ করা।

পিতা-মাতার সাথে সদয় আচরণ করা আনুগত্যের

করে এবং দাবি করে যে, এটি নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, সে গুরুতর অপরাধ করেছে।

আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওপর মিথ্যা হিসেবে বর্ণিত হয়ে আসা কোনো হাদীস অন্যের কাছে (এটি মিথ্যা তা পরিষ্কার না করে) প্রচার করে সে সীমালঙ্ঘন করেছে, যুলুম করেছে এবং বড় রকমের অপরাধ করেছে।

বস্তুত নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আরোপিত মিথ্যা হাদীসগুলোর বহুল প্রচার-প্রসার খুবই আফসোসের।

আরও দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে, কিছু ভালো মানুষও ভালো উদ্দেশ্যে এই হাদীসগুলোকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এটা ভয়াবহ মন্দ কাজ; আমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে এগুলো থেকে সাবধান করার ব্যাপারে পরস্পরকে সচেতন করে তোলা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

"আমার ওপর মিথ্যা বলা অন্য কারো প্রতি মিথ্যা বলার

১০

কুরআন শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়ার ফযীলত

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه البخاري.

উসমান ইবন আফফান রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম যে কুরআন শিক্ষা করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী: ৫০২৭]

১২

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অসিয়ত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : «أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» متفق عليه.

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে তিনটি বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন, (১) প্রতি মাসে তিনদিন করে সাওম পালন করা,

১৪

মুমিনকে লা'নত (অভিসম্পাত) করা

عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ» متفق عليه.

সাবিত ইবন যাহ্হাক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো মুমিনকে লা'নত (অভিসম্পাত) করা

১৬

মুমিনের জন্য দুনিয়াবী বালা-মসিবতের অবস্থা

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ، وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللهِ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» متفق عليه.

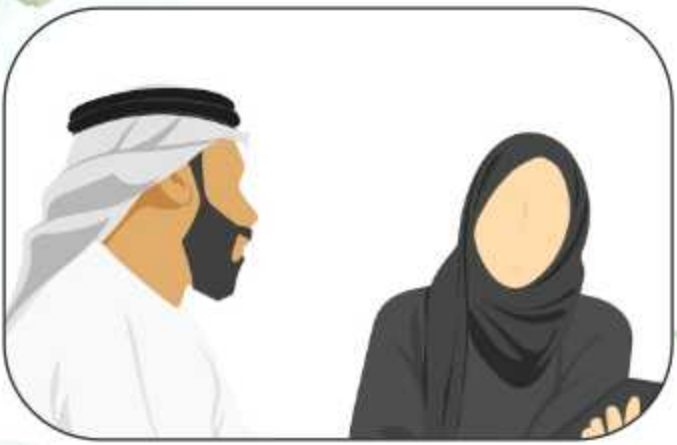

১৮

লজ্জাস্থানের হিফাযত

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ» رواه مسلم.

আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ অপর পুরুষের লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না এবং কোনো মহিলা অপর মহিলার লজ্জাস্থানের দিকে তাকাবে না। [মুসলিম: ৩৩৮]

১৯

উপহার গ্রহণে অজুহাত পেশ করা

عَنِ الصَّعبِ بنِ جَثَّامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أَهدَيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِماراً وَحْشِيّاً، فَرَدَّهُ عَلَيَّ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجهِي، قَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلاَّ لأَنَّا حُرُمٌ». متفقٌ عَلَيْهِ.

সা'ব ইবনে জাসসামাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (শিকার করা) এক বন্য গাধা হাদিয়া (উপহার) দিলাম।

২১

নেক কাজের সুযোগ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ» متفق عليه.

আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যেকোনো মুসলিম ফলবান গাছ রোপণ করে কিংবা কোনো ফসল ফলায় আর তা হতে পাখী কিংবা মানুষ বা চতুষ্পদ জন্তু খায় তবে তা তার পক্ষ হতে সদাকাহ বলে গণ্য হবে। [বুখারী: ২৩২০, মুসলিম: ১৫৫৩]

২৩

অভাবগ্রস্ত ও ঋণ গ্রহীতার সাথে আচরণ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنْجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنَفِّسْ عَنْ مُعْسِرٍ، أَوْ يَضَعْ عَنْهُ» رواه مسلم.

২৪

ধোঁকা, প্রতারণা ও ফাঁকিবাজি থেকে বেঁচে থাকুন!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»رواه مسلم.

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়। [মুসলিম: ১০১, ১০২]

২৬

সহজ পন্থা অবলম্বন করুন, কঠিন পন্থা আরোপ করবেন না

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، وَقَالَ لَهُمَا: «يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا» متفق عليه.

আবু মূসা আল-আশ'আরী রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এবং মু'আয রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুকে যখন ইয়ামানে পাঠান তখন তাদেরকে উপদেশ দিলেন তোমরা উভয়েই (সেখানে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা আরোপ করবে না,

২৮

পাথর ছুঁড়া থেকে বেঁচে থাকুন!

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا، وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا، وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» متفق عليه.

আব্দুল্লাহ ইবন মুগফফাল রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি

২৯

খাদেম বা দাস-দাসীর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের আচরণ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفٍّ قَطُّ» متفق عليه.

৩০

বসা ও মজলিসের আদব

৩২

রাস্তার হক্ব বা অধিকারসমূহ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «أَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ» قَالُوا : وَمَا حَقُّهُ؟ قَالَ : «غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ» متفق عليه.

৩৩

অসিয়ত করার বৈধতা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» متفق عليه.

আবদুল্লাহ ইবন ‘উমার রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: কোনো মুসলিম ব্যক্তির উচিত নয় যে, তার অসিয়তযোগ্য কিছু রয়েছে, সে দু’রাত কাটাবে অথচ তার নিকট তার অসিয়ত লিখিত থাকবে না। [বুখারী: ২৭৩৮, মুসলিম: ১৬২৭]

৩৫

খানায় দোষ-ত্রুটি ধরো না!

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : «مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلَّا تَرَكَهُ» متفق عليه.

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কোনো খাদ্যকে মন্দ বলতেন না। রুচি হলে খেতেন, না হলে বাদ দিতেন। [বুখারী: ৩৫৬৩, মুসলিম: ২০৬৪]

৩৮

অধিকাংশ সময় পঠিতব্য দো'আ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دَعْوَةٍ يَدْعُو بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ» متفق عليه.

আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দো'আ পড়তেন: হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দিন এবং আখেরাতেও

৩৯

এমন আমল যা মৃতব্যক্তির উপকারে আসে

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» رواه مسلم .

আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: আদম সন্তান যখন মারা যায়, তখন তার তিন

৪০

হুসনুল খাতিমা বা উত্তম মৃত্যু

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ» رواه مسلم.

জাবির ইবন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বান্দা কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে, যে অবস্থায় সে মারা গেছে। [মুসলিম: ২৮৭৮]

ব্যাখ্যা: এই হাদীসটি হুসনুল খাতিমার (উত্তম মৃত্যুর) সাথে সম্পর্কিত। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার প্রতি নেক ও সালেহ ব্যক্তিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

‘শিশুতোষ চল্লিশ হাদীস’ এর পূর্ণাঙ্গ মতন

الحديث الأَوَّل

عَنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

الحديث الثاني

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ» متفق عليه.

الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ» متفق عليه.